বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০
প্রকাশকাল: জুলাই ২০২০ খ্রি:

ওয়েব সাইট: www.nmst.gov.bd

১.০ পটভূমি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ঢাকায় এ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ঢাকার আগারগাঁও-এ নিজস্ব কমপ্লেক্সে এর কার্যক্রম চলছে।

২.০ রুপকল্প (Vision)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গঠন।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণ এবং নবীন ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান।

৪.০ পরিচালনা পরিষদ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ এর ধারা ৫ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব' কে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক' কে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনয়ন পূর্বক ১১জন সদস্য সহ মোট ১৩জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়।

৫.০ সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ সর্বমোট ১০৯টি অনুমোদিত পদে বর্তমানে ৮৯ জন কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়ে থাকে।

৬.০ প্রবিধানমালা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রবিধানমালা (কর্মকর্তা-কর্মচারি) ২০১১ মহাপরিচালক সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী।

৭.০ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

মোঃ কামরুল ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার, ফোন-৫৮১৬০৬০১, মোবাইল- ০১৫৫২৪৪৯৯৯১,

ইমেইল-kamrulislam778844@gmail.com

৮.০ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	উদ্বৃত্ত	বাস্তবায়ন হার %
২০১০-১১	১৯৬০০	১৭৭৪৩	১৮৫৭	৯০.৫২
২০১১-১২	২৪৫০০	২২২২৮	২২৭২	৯০.৭২

২০১২-১৩	২২০০০	২০০৪৭	১৯৫৩	৯১.১২
২০১৩-১৪	২৪৩০০	২২৫১৮	১৭৮২	৯২.৬৭
২০১৪-১৫	৩২৪৫৬	৩০৪০১	২০৫৫	৯৩.৬৭
২০১৫-১৬	৫০৪১৯	৪৬৭৫৯	৩৬৬১	৯২.৭৪
২০১৬-১৭	৭২১৮৪	৬৯৮৭৬	২৩০৮	৯৬.৮
২০১৭-১৮	৯১৪৭৫	৮৭৩২৬	৪১৪৯	৯৫.৪৬
২০১৮-১৯	১২২৩০০	১০২০৩১.৯৮৯	২২৬৬.৭৬১	৮৩.৪২
২০১৯-২০	২১০০০০	১৮৮৬৯৭	৩৮১৮.৮১২	৮৯.৮৬

৯.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রধান কার্যাবলি:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রমকে মূলত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ক) গ্যালারি প্রদর্শন, খ) শিক্ষা কার্যক্রম এবং গ) প্রকাশনা কার্যক্রম।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:
(ক) জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা;
(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে-

- গ্যালারিতে স্থাপিত প্রদর্শনী সামগ্রী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও শো, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর সারাদেশে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা। এছাড়া, প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র দেখানো এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন যেমন-চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি টেলিস্কোপের মাধ্যমে উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও গবেষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
- জাদুঘরের উন্নয়নে প্রদর্শনী বস্তুসমূহের সাহায্যে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা;
- মিউজু বাসের মাধ্যমে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- সারাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবকে নিবন্ধনভুক্ত ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানে স্বীকৃতি এবং পুরস্কার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং
- ওপরে বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

৯.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

৯.১.১ গ্যালারি প্রদর্শন কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রায় ৪০০টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। ৮টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে প্রদর্শনীবস্তুসমূহ প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিসমূহ হচ্ছে (১) পদার্থ বিজ্ঞান গ্যালারি, (২) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি, (৩) তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি, (৪) জীববিজ্ঞান গ্যালারি, (৫) মজার বিজ্ঞান গ্যালারি, (৬) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি (৭) শিশু গ্যালারি ও (৮) ইনোভেশন গ্যালারি।

৯.১.২ গ্যালারি পরিদর্শন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উপরোক্ত গ্যালারি সমূহে বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু দ্বারা সাজানো হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫৯৩ জন দর্শক গ্যালারি পরিদর্শন করেছেন। জাদুঘরের প্রচলিত টিকেটের পাশাপাশি ই-টিকেটের ব্যবস্থা রয়েছে, যার ফলে তরুণ সমাজের জাদুঘর পরিদর্শনের আগ্রহ বেড়েছে। ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের স্কুলগুলো থেকে আবেদনের ভিত্তিতে জাদুঘরের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় বিনামূল্যে পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হয়। এ কারণে দূরবর্তী ও অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করছে, যা জাদুঘরের ভিশন ও মিশনের চাহিদা পূরণ করে। বিজ্ঞান জাদুঘরে রোমাঞ্চকর ৪-ডি মুভি দেখার জন্য ৪০ আসন বিশিষ্ট একটি থিয়েটার রয়েছে। চোখে বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করে আকর্ষণীয় এই প্রদর্শনী দেখানো হয়। এ প্রদর্শনীতে Air, water, chair movement ইত্যাদির effect এমনভাবে দেখানো হয় যাতে সবকিছুকে বাস্তব ও জীবন্ত মনে হয়। ৪-ডি মুভি নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

৯.১.৩ Antonov বিমান এর ইঞ্জিন সজ্জিতকরণ

১৯৬৩ ইং সনে তৈরী রাশিয়ান Antonov বিমানের ইঞ্জিন। বিজ্ঞান জাদুঘরে রক্ষিত ইঞ্জিনটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান বহরে এটি যুক্ত হয় "বলাকা" নামে ১৯৭৩ সনে। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিমান যা' তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল। এটিকে যান্ত্রিক আবহে সমৃদ্ধ করে দর্শনার্থীদের কাছে শিক্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ঠিক এভাবেই ১৯০৩ সালে রাইট ব্রাদার্স' কর্তৃক আবিষ্কৃত বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

৯.১.৪ পরমানু কর্ণার স্থাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারীর সাম্প্রতিক সংযোজন পরমাণু কর্ণার । এ কর্ণারটি সময়োপযোগী প্রদর্শনী মডেল দিয়ে সাজানো । পরমাণু কর্ণারে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। পরমাণু কর্ণারের প্রদর্শনী বস্তুগুলোর মধ্যে আছে অন্যতম রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি রিএ্যাক্টর মডেল, যা রাশিয়ান সরকার কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, স্থপতি ইয়াফেস ওসমানকে উপহার দেয়া হয়েছিল। TRIGA Mark-II Research Reactor সমৃদ্ধ রিএ্যাক্টরটি মৌলিক পারমাণবিক গবেষণা, জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

৯.১.৫ **হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মডেলের সৌন্দর্যবর্ধন**

প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রীজের একটি মডেল এ জাদুঘরের অনন্য প্রদর্শনীবস্তু। সম্প্রতি এ ব্রীজের নীচে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পানির স্রোতধারা ও ঢেউ সৃষ্টি করে নৌযান ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি দর্শকদের জন্য এখন এক নান্দনিক বিনোদনের উৎস।

৯.১.৬ তিমির কংকাল সংযোজন

২২ আগস্ট, ২০০৬ সালে চট্টগ্রামের কাট্টলি সমুদ্র উপকূলে এ তিমি ধরা পড়ে। এর স্থানীয় নাম পাখনা তিমি (fin whale)। এটি বিপন্ন প্রজাতির নীল তিমি। দীর্ঘদিন মাটি চাপা থাকার পর ২০১৯ এর জুলাইতে এটিকে কেমিক্যাল ওয়াশ করে জাদুঘরের গ্যালারিতে স্থাপন করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

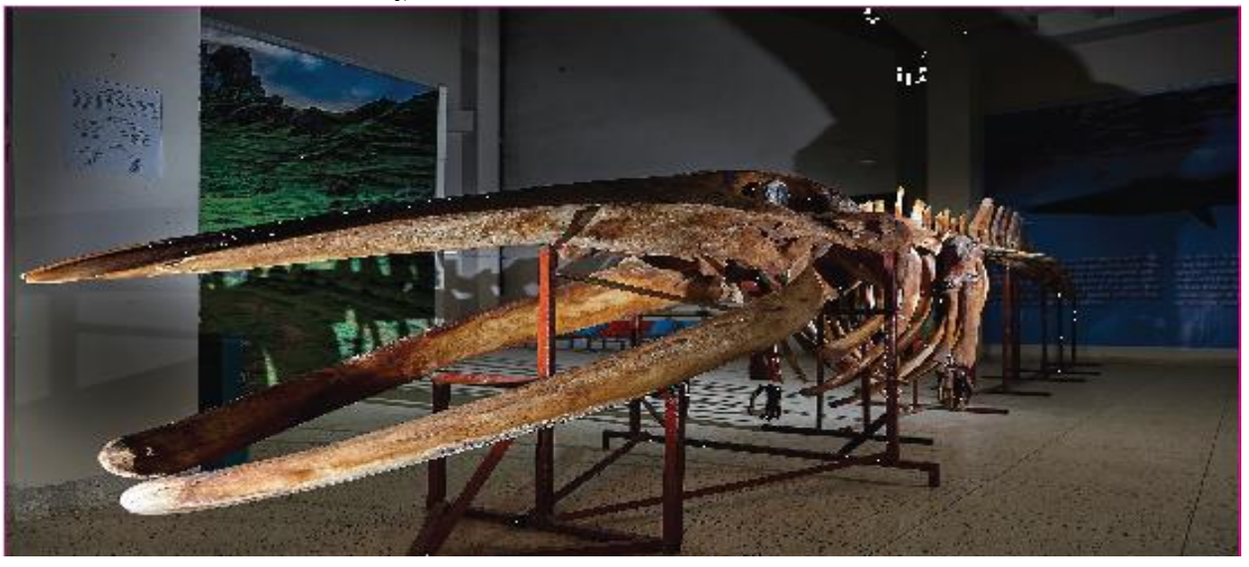

৯.১.৭ দৃষ্টিনন্দন সৌরবাগান স্থাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উত্তর প্রাঙ্গণে আকর্ষণীয় সৌরবাগান গড়ে তোলা হয়।

৯.১.৮ প্রকৃতি বান্ধব বিজ্ঞান জাদুঘর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ছাদে সকাল-বিকেল পাখির জন্য নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছাদে ফুল ও ফল গাছ লাগিয়ে পাখীবান্ধব পরিবেশ রচনা করা যা ওদের নিরাপদ আশ্রয়।

৯.১.৯ দৃষ্টিনন্দন এ্যাকুরিয়াম স্থাপন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রবেশমুখে নানা বর্ণের মাছের বিচরনে সমৃদ্ধ আধুনিক এ্যাকুরিয়াম। এ স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে ‘মীন চত্বর’।

৯.২ মহাকাশ পর্যবেক্ষন কার্যক্রম:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। গত অর্থবছরে ১৯১৯ জন দর্শক জাদুঘরে স্থাপিত টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আংশিক সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের ব্যাপক আয়োজন করে। এ উপলক্ষ্যে জাদুঘর ভবনের ছাদে বসানো হয় ৩ টি শক্তিশালী টেলিস্কোপ এবং মঞ্চ সাজিয়ে ও তাঁবু খাটিয়ে দর্শকদের জন্য অনুষ্ঠান উপভোগ্য করা হয়। দর্শকদের হাতে তুলে দেয়া হয় আধুনিক Solar Filter।

৯.৩ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী (মিউজু বাস) ও 4D 'মুভিবাস' এর উদ্বোধন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মিউজু বাস ও 4D মুভিবাসের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায়, ১৭৩টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৫.১০.২০১৯ ইং তারিখে ৫টি মুভিবাসের উদ্বোধন করা হয় । এ অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে, বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

৯.৩.১ মুজিব বর্ষে বিশেষ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে গত ১ মার্চ ২০২০ ইং হতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত হয় বিশেষ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি। এ কার্যক্রমের আওতায় বিজ্ঞান জাদুঘরে সম্প্রতি সংগৃহীত ৩ টি মুভি বাস ও ২টি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বাস শিক্ষার্থীদের উপভোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ছাড়া, প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বাসগুলো সারা বছর রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।

৯.৪ শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবছর সারা দেশে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। দেশের সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে ।

৯.৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

২০১৯ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজয় দিবস উপলক্ষে 'মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বাধীনতার সুফল' শীর্ষক এক আলোচনা সভা , চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজধানীর ২৭ শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের ৭ শতাধিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রতিযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্রাঙ্কনের জন্য ১৭ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।

৯.৪.২ উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ৪৯১ টি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবগুলোর উন্নয়নে প্রতিটি উপজেলায় ৬১,১০০/- করে মোট ৩,০০০,০০০০/-(তিন কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে ।

৯.৪.৩ ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ , জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং কুইজ প্রতিযোগিতা

২০১৯-২০ অর্থবছরে সারা দেশে ৩৮৭টি জেলা ও উপজেলায় ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিজ্ঞান জাদুঘর মিলিয়ে সর্বমোট ৫৩২টি কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ২টি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৯.৪.৪ বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিজ্ঞান জাদুঘরে ২৩৬টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লেখযোগ্য নিম্নবর্ণিত বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়:

- **আন্তর্জাতিক ক্যান্সার দিবসঃ প্লাস্টিক পলিথিন বর্জনের শপথ**
- **যশোরে বিজ্ঞান সেমিনারঃ প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার আহবান**
- **বিজ্ঞান জাদুঘরে সেমিনারঃ মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন সম্পর্কে সতর্কতার আহ্বান**
- **বিজ্ঞান জাদুঘর জলবায়ু সম্মেলন: কার্বণ কমাও, জীবন বাঁচাও**
- **খাদ্যে ভেজাল: বিজ্ঞানই প্রতিকার**

৯.৫ প্রকাশনা কার্যক্রম

অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে কি ঘটছে এবং আগামীতে কী ঘটবে তার চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরতে বর্তমান মহাপরিচালকের নির্দেশনায় "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পন" নামে একটি বিশেষ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা সংযোজিত হয়েছে যার দুইটি সংখ্যা (অক্টো-নভেম্ব-ডিসে-১৯) ও (জানু-ফেব্রু-মার্চ-২০) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিতব্য (এপ্রিল-মে-জুন-২০ হবে)

১০.০ ডিজিটাইজেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১০.১ ইন্টারেকটিভ স্মার্ট ডিসপ্লে সিসটেম

জাদুঘরের গ্যালারীতে স্থাপিত প্রদর্শনীবস্তুর বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন প্রদর্শনের জন্য অত্যাধুনিক মানের ৪টি হাই ডেফিনেশন ইন্টারেকটিভ স্মার্ট ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে।

১০.২ সেন্সর বেইজড স্লাইডিং অটো ডোর

জাদুঘর ভবনের দর্শনার্থী প্রবেশের মুখে একটি সেন্সর বেইজড স্লাইডিং ডোর স্থাপন করা হয়েছে। আগত ব্যক্তিদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম এ ডোর। সেন্সর বেইজড স্লাইডিং ডোর স্থাপনের ফলে বাহিরের ধুলাবালি ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

১০.৩ মাল্টি ফাংশনাল এলইডি ক্লক

জাদুঘরের প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশমুখে একটি বৃহদাকৃতির মাল্টি ফাংশনাল এলইডি ক্লক স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ঘড়ি এবং যেকোন ভিডিও প্রদর্শনে সক্ষম এ মাল্টি ফাংশনাল এলইডি ক্লক।

১০.৪ দেশীয় প্রযুক্তির ড্রোন

জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত নবীন উদ্ভাবক কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি দেশীয় প্রযুক্তির ড্রোন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সংযোজন করা হয়েছে। ড্রোন সম্পর্কে আগত শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবিক ধারনা দিতে এ সংযোজন।

১০.৫ ইনোভেশন কার্যক্রম

১০.৫.১ F-6 বিমান আধুনিকায়ন

F-6 যুদ্ধ বিমানটি বিমান পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে যান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করে দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০.৫.২ ডিজিটাল ইনফরমেশন ডেস্ক

ইনোভেশন কর্মসূচির আওতায় জাদুঘরের প্রবেশমুখে দুটি ডিজিটাল ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন করা হয়। জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্য প্রদানে সক্ষম এই ডিজিটাল ইনফরমেশন ডেস্ক।

১০.৫.৩ হিম্যানোইড রোবট

জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তার জন্য জাদুঘরের প্রবেশমুখে স্থাপন করা হয়েছে একটি হিম্যানোইড রোবট। রাজশাহী প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (RUET) কতিপয় মেধাবী শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত এ রোবট।

১০.৫.৪ ISO 9001: 2015 Certification কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ISO 9001: 2015 Certification এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কাজে R&G consulting নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মহামারীকালীন অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ সমূহে অংশগ্রহণ করছে।

১১.০ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০১৯-২০ অর্থবছরে সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

১২.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতি অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনগ্রসর স্কুল কলেজের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করে আসছে। এছাড়া এ ট্রাস্ট্রের আওতায় ৮টি বিভাগে ৮টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সুপারিশে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ প্রতি জেলা থেকে ২টি করে মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

১৩.০ বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১৩.১ প্রকল্পের নাম: ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বাস্তবায়ন মেয়াদ: এপ্রিল, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩৪৩৩.৭২ লক্ষ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে মফস্বল এলাকায় হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং
- সাধারণের মাঝে বিজ্ঞান মনস্কতা ও আনন্দের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি।

১৪.০ ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১টি বাস, ২টি মাইক্রোবাস, ১টি ১০০ কেভিএ জেনারেটর, ১টি অডিও-ভিজ্যুয়াল সেট, ১টি ৫৩ ইঞ্চি টিভি, ভিডিও প্রজেক্টর, কম্পিউটার ও ফটোস্ট্যাট মেশিন এবং ভিডিও রেকর্ডিং সিস্টেমের জন্য ভিডিও ক্যামেরা ও রেকর্ডার সংগ্রহ করা হয়;
- ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারি ও মজার বিজ্ঞান গ্যালারি দুটোকে আকর্ষণীয় প্রদর্শনীবস্তুসমৃদ্ধ করে চালু করা হয়;
- অডিটরিয়াম এবং কনফারেন্স রুমের জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়;
- প্রশাসনিক ভবন ও প্রদর্শনী গ্যালারি, লবি ও কানেকটিং করিডোর, টয়লেট, অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়;

- পানির পাম্প স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন কাজসহ জাদুঘরের কম্পাউন্ডকে লাইটিং করা হয়;
- আরবরিক্যালচার চালু করা হয়;
- জাদুঘরের ওয়ার্কশপের জন্য লেদ , মাইলিং মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহায়তায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়;
- ভারত সরকারের কারিগরি সহায়তায় ২৫টি প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উদযাপন করা হয়; এবং
- জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়।

১৪.১ ২০০৯-২০১৯ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৭টি বৈদেশিক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়;
- ৪-ডি মুভি থিয়েটার স্থাপন ও নিয়মিত মুভি প্রদর্শন;
- থ্রিলার রাইডার উইথ প্রাইম মুভার সংগ্রহ ও এর সাহায্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪-ডি মুভি প্রদর্শন;
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান পুর্বক তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ৬০টি প্রকল্পের মান উন্নতকরণ;
- দেশের ৭৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী “মিউজুবাস” সংগ্রহ করে নিয়মিত প্রদর্শন;
- মিউজুবাসের জন্য ২৪টি প্রদর্শনীবস্তু, ১টি জেনারেটর ও ১টি ১২ ইঞ্চি টেলিস্কোপ সংগ্রহ;
- ১টি আর্থ কোয়েক সিম্যুলেটর (প্রদর্শনীবস্তু) সংগ্রহ;
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ও শিশুদের জন্য শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি চালুকরণ;
- উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অপেশাদার উদ্ভাবকদের প্রকল্প নিয়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড চালুকরণ;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয় ;
- জাতীয় পর্যায়ের কুইজ ও অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারীগণকে বিদেশ শিক্ষা সফরে প্রেরণ;
- মিউজুবাসের সাহায্যে ৫৭৭ টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন;
- ৩২৩ টি বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও বক্তৃতামালার আয়োজন;
- ২৮টি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ; এবং
- দেশের সকল উপজেলায় উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন।
- ৪০টি ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন।

১৫.০ বৈদেশিক শিক্ষা সফর

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে ০৮জন ক্ষুদে বিজ্ঞানী মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টার, ন্যাশনাল প্লানেটরিয়াম, ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে ।
- XXIV International Astronomy Olympiad এ রোমানিয়ার পিয়েট্রা নিম শহরে ১৯ - ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় জুনিয়র গ্রুপে ৩জন এবং সিনিয়র গ্রুপে ২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ দলকে রোমানিয়ায় প্রেরণ করে।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে ০৬ জন শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী ইন্দোনেশিয়ার ইউগার্টা নগরীর বিভিন্ন জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞান জাদুঘরের ০৩ জন কর্মকর্তা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঝিনাইদহের সলিমুন্নেছা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ ইসলামি একাডেমি অ্যান্ড হাই স্কুলের ০৬ জন শিক্ষার্থী।

১৬.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও **সমৃদ্ধ দেশ গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

১৬.১ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০১৯ সালের মধ্যে
    - ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মান মন্দির স্থাপন;
    - সাইন্স সিটি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্পের ১ম ধাপের কার্যসমাপ্তিকরণ;
    - উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবসহ সকল বিজ্ঞান ক্লাব শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
    - প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের জন্য জাতীয় উদ্ভাবন পুরস্কার প্রবর্তন;
    - বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক বহি:পাঠ্যক্রম যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, বিজ্ঞান নাটক ইত্যাদি বিষয়াবলির আয়োজন এবং মাঠ পর্যায়ে তা সম্প্রসারণ;
    - জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার কলেবর বৃদ্ধি এবং ২০২১ এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়েও এ আয়োজন সম্প্রসারণ;
    - বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের কলেবর বৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন বা অন্য প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদান;
- ২০২০ সালের মধ্যে
    - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃতকরণ;
    - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন;
- ২০২১ সালের মধ্যে
    - বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নির্মাণ;
    - ৪টি বিভাগীয় সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
    - কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জন্য ৬টি মিউজুবাস, ৬টি মুভিবাস এবং ৬টি পরিবহন বাস সংগ্রহকরণ;
    - ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং
    - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে স্থায়ী প্রদর্শনীর দর্শনার্থীর সংখ্যা ২ লাখে উন্নীতকরণ।

১৬.২ SDG অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বা বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- ২০২৪ সালের মধ্যে
    - প্রস্তাবিত কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগসহ ৫টি বিভাগীয় সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
    - প্রতিটি বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের জন্য ২টি মিউজুবাস ও ২টি মুভিবাস সংযোজন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে
    - বছরে কমপক্ষে ২টি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন;
    - প্রদর্শনীবস্তু তৈরিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ৫০% প্রদর্শনীবস্তু নিজ ওয়ার্কশপে প্রস্তুতকরণ;
    - মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ও ব্যবহারিক শিক্ষা উন্নতকরণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণ;
- ২০২৬ সালের মধ্যে
    - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্ত করে ৫টি লঞ্চ/স্টীমার সংগ্রহকরণ;
    - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি গবেষণা হাবে উন্নীতকরণ;
- ২০২৭ সালের মধ্যে
    - সকল বৃহত্তর জেলা সদরে ও ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
    - প্রদর্শনীবস্তু ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিকল্প উপকরণ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ;
- ২০২৮ এর মধ্যে ২০টি নতুন জেলা সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;

- ২০৩০ সালের মধ্যে
    - জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রসমূহে দর্শনার্থীর সংখ্যা ২০ লক্ষে উন্নীতকরণ; এবং
    - সাইন্স সিটির দর্শনার্থীর সংখ্যা বছরে ১০ লক্ষে উন্নীতকরণ এবং সায়েন্স সিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসমাপ্তিকরণ।

১৬.৩ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গৃহীত **কর্মপরিকল্পনা**

- ২০৩৫ এর মধ্যে দেশের ৪টি স্থানে ৪টি আন্তর্জাতিক মানের মানমন্দির স্থাপন;
- ২০৪০ এর মধ্যে ৩৪টি জেলায় সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ; এবং
- ২০৪১ এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্ত করে একটি বায়োডাইভারসিটি ট্রেন চালুকরণ।

১৭.০ চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি বেশ কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ প্রতিষ্ঠান অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা, অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা, যানবাহন স্বল্পতা, উন্নত প্রদর্শনীবস্তু ও টেলিস্কোপের অভাব ইত্যাদি। জাদুঘরটিকে উন্নত প্রদর্শনীবস্তুসমৃদ্ধ করে একটি বিশ্বমানের জাদুঘরে রূপান্তরিত করার প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে ।